Manikchak College

ESTD.: 2014

Mathurapur, Malda

বাংলা বিভাগ

ষষ্ঠ সেমিস্টার (জেনারেল)

Course Code-504
Course Type -SEC-2

প্রকল্পের নাম
বাউল গান

ছাত্র / ছাত্রীর নাম :.....

রোল : ..... নং : .....

রেজিস্ট্রেশন নং :.....

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই কাজটি করতে গিয়ে অনেক গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছে।মানিকচক কলেজের লাইব্রেরী সবসময়ই বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছে ।সাহায্য করেছেন আমাদের অধ্যাপক ডক্টর গৌতম সরকার ,বিভাগীয় প্রধান ,বাংলা বিভাগ, অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সাদিকুল ইসলাম এবং শ্রীমান নিমাই চন্দ্র পাল মহাশয়। তাঁরা নিরন্তন তথ্য যোগানে সাহায্য করেছেন তাঁদের কে নমস্কার ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বাউল গানের উপর প্রকল্পটি তৈরি করতে বেশ কিছু অনলাইন তথ্য ,ওয়েবপেজের সাহায্য নিতে হয়েছে।

বিনীত:

.....

" সূচি"

1. কৃতজ্ঞতা স্বীকার
2. বাউল শব্দের অর্থ
3. বাউল গানের বৈশিষ্ট্য
4. সামাজিক পটভূমি
5. বাউল গান ও সাধনার স্বরূপ
6. বাউল গানের কয়েকজন বিখ্যাত কবি
7. বাউল গানের গুরুত্ব
8. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

-:বাউল গান:-

বাউল শব্দের অর্থ কি?

বাতুল বা ব্যাকুল শব্দ থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ ঈশ্বর প্রেমে পাগল। প্রথাগত ধর্মীয় সংস্কার ও সংকীর্ণতা থেকে বিমুক্ত সাধক সম্প্রদায় বিশেষ।

বাউল গানের বৈশিষ্ট্য কি?

লোক সংগীতের এক বিশেষ পর্যায়ে হল এই বাউল গান। বাউল গান সহজিয়া ও মরণিয়া পন্থী সাধক সম্প্রদায়ের উপমা রূপক আশ্রয়ী গান হলেও দরদে ,আবেগে ও প্রকাশের সারলে অপূর্ব গুনান্বিত। এর উপমা রূপকাদি আশ্রিত তথ্যনিষ্ঠা ও ভক্তি বিশ্বাসের আড়ালে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা অবাধে স্থান করে নিয়েছে। এমনকি বাউলের গায়কি ভঙ্গি ও গীতি বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।।

সামাজিক পটভূমি:-----

সহজিয়া সাধনার মাধ্যমে মানুষকে জানা হলো বাউলদের সাধনা। সমাজ জীবনের চিরাচরিত বা গতানুগতিকতার মধ্যে বাউলরা আবদ্ধ নন। এদের সাধনা লক্ষ্য জাত পাত ,শ্রেণি বৈষম্য আচার প্রভৃতিতে এরা বিশ্বাসী নন। এদের সাধনার লক্ষ্য মনের মানুষ খোঁজা। এই ধর্ম সাধনার মধ্যে একটা সমন্বয়ী সুর আছে।

ইতিহাসের তথ্য অনুযায়ী একথা স্বীকার্য যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ধর্মীয় শোষণ ও সামাজিক অধিকার সমাজের গভীরে শেকড়বিস্তার করেছিল। সেই অবিচার ও শোষণের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বাউলরা মনের মানুষ খুঁজেছেন।

আধুনিক সাহিত্যের মূল বাণী হলো মানবতাবাদ। অথচ মধ্যযুগের সমাজে মানুষ ছিল দেবতার অধীন। বাউলের সাধনা এ সকলের ঊর্ধ্বে এক সর্ব মানবিক কল্যাণ সাধনার কথা মানুষের মধ্যে অতল সাগরের সন্ধান করা। তাই সমকালীন অর্থ সামাজিক জীবনের প্রেক্ষাপটে বাউল সাধকদের আবির্ভাব অবসম্ভাবী ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। তাই বাউল গেয়েছেন --

'আছে যার মনের মানুষ আপন মনেসে কি আর জপে মালা।'

অষ্টাদশ শতকের সমাজ ব্যবস্থা ছিল দীর্ঘদিনের কুসংস্কার আচ্ছন্ন জলাভূমির মতো বদ্ধ। সেই বদ্ধ জমিতে মানবজমিন আবাদ করবার উপায় ছিল না। অনাবাদী জমিজ যেমন বন্ধ্যা হয়ে যায় তেমনি মানবজমিনও আবাদের অভাবে আবদ্ধ হয়েছিল সামাজিক জড়তায়। এই জড়তাধর্মে ,বিশ্বাসে ,সংস্কারে এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে। বাউল সাধকরা, তাই সেই বদ্ধ জলা জমিতে ফল ফলাবার সাধনায় ব্রতী হলেন।

সমকালীন জীবনে যেহেতু মনুষ্যত্ববোধ ছিল না ,সামাজিক রীতি-নীতি ও তথাকথিত ধর্মের অধীন ছিল মানুষ ,তাই বাউল সাধকগণ মনুষ্যত্ব বোধের পবিত্র আদর্শে সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে গান বেঁধেছিলেন -----

' বল কি সন্ধানে যাই সেখানে মনের মানুষ যেখানে।'

বাউল গানের উদ্ভবের পটভূমিতে রয়েছে চর্যাপদের সময় থেকে চৈতন্যদেবের পরবর্তীকাল পর্যন্ত বিভিন্ন সামাজিক ধারার ক্রমবিস্তারী প্রভাব। অন্যদিকে সমাজে সুফি ধর্মের আদর্শ সামাজিক সমন্বয়ের পথকে প্রস্তুত করলো, সেই পটভূমিকায় বাউল সাধনার মূল কথাগুলি মানুষের হৃদয় দ্বারে আঘাত করল ,উদ্ভব হলো বাউল গানের:-

"সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।

লালন বলে জাতের কিরূপ দেখলাম না এই নজরে।।'

বাউল গান ও সাধনার স্বরূপ:-

এই বাউল গান বাংলার বিশিষ্ট সম্পদ। বাংলার বাউল গান একদিকে যেমন শিল্প রসের বিচারে গীতি রস যুক্ত ও প্রতি কি ধর্মী তেমনি অন্যদিকে এই সংগীতের পেছনে আছে এক ধরনের আচার-আচরণ মূলক সাধনা।

ঈশ্বর প্রেমে যারা পাগল বা মাতোয়ারা তারাই বাউল। অনুমান করা হয় চৈতন্য সমকালে বাস্তব জীবনে উদাসীন ,বাইরের দিক থেকে এমন এক ঈশ্বর ভক্ত সম্প্রদায় সমাজে বাউল হিসেবে প্রচলিত ছিল।

বাউলদের সাধনার মধ্যে বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়, সুফি আউল সম্প্রদায় এবং শৈবনাথ ধর্ম ,যোগ তন্ত্র , হট যোগ ,প্রভৃতি ধর্ম ও উপধর্মের কায়া সাধনা তত্ব সমন্বিত হয়েছে। বাউলরা মনে করেন এই দেহের মধ্যেই মনেরমানুষ ,অচিন পাখি ,অন্য এক মানুষ বাস করেন। সাধক বাউল এর লক্ষ্য জড়জীবী ব্যক্তিসত্তা এবং চিদানন্দময় ভাগবত সত্তার অদ্বৈত মিলন রস।

আধুনিক বাউল গানের আদি গুরু হরিনাথ মজুমদার যিনি কাঙ্গাল হরিনাথ বা ফকির চাঁদ বাউল নামে পরিচিত। একে কেন্দ্র করেই আধুনিক বাউল গান ও সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। কাঙালের বিখ্যাত গান হলো----

ওহে ,দিনতো গেল, সন্ধ্যা হল, পার করো আমারে।

তুমি পারের কর্তা শুনে বার্তা ডাকছি হে তোমারে।।

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার বাউল গান কে দেশ-বিদেশের জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গানে বাউল সংগীতের কাঠামো অনেকটা বজায় রয়েছে। যেম --

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।

এ জীবন পুণ্য কর দহন দানে।।

বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু ,মুসলমান ,শৈব, শাক্ত প্রভৃতি মতাবলম্বীরা আছেন, কিন্তু মূল তত্ত্বে সকলেই এক। বাউলরা পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী নন। বাউলদের কাছে জাতপাতের ভেদ , শ্রেণীভেদ ,শাস্ত্রীয় সংস্কার ,লোকাচার অস্বীকৃত ।বাউলরা উদার মতাদর্শ ও উন্মুক্ত মনের উপাসক ।এরা মানবতার পথিক, প্রেমের পূজারী।

বাউলদের গানগুলি ভালোভাবে উপলব্ধিকরলে দেখা যাবে, এইসব গানে অষ্টাদশ শতকের সামাজিক প্রেক্ষাপট বাস্তব রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে যে রাষ্ট্রীয় অরাজকতা ,বিশৃঙ্খলা ,অন্যায় ,শোষণ ও ,অত্যাচার প্রভৃতি মানুষকে বিপর্যস্ত ও অসহায় করে তুলেছিল ,সেই প্রেক্ষাপটে বাউলরা সাম্য , মৈত্রী ও উদার মানসিকতার গান করেছেন। বাউল সাধকরা সমন্বয়ের সাধক ।মানুষের ভেদ তারা স্বীকার করেন না।

বাউল গান যে মানুষকে আকৃষ্ট করেছে, তার অন্যতম কারণ হলো ,অষ্টাদশ শতকের নিপীড়িত মানুষ তাদের আগামী জীবনে বাঁচার পথকে উপলব্ধি করেছিল ।অষ্টাদশ শতকের মানুষ বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে উদ্দীপিত হওয়ার প্রেরণা বাউল গান থেকে পেয়েছিল ।ভেদাভেদ,প্রথা সংস্কার ত্যাগ করে সেদিনের উদার মানসিকতা সম্পন্ন বহু মানুষ বাউলের সাধনা ও গানকে নিজেদের অন্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে শান্তি পেতে চেয়েছিল।

বাউল গানের শ্রেষ্ঠ সাধক ও গীতিকার লালন ফকির তার জীবন ও গান দিয়ে বাউল গানকে জনপ্রিয় করেন গ্রাম বাংলার সমাজে ।তার একটি বিখ্যাত পদ হলো: --

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আইসে যায়,

(আমি) ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

সুতরাং অষ্টাদশ শতকে বাউল গান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নানা কারণে উল্লেখযোগ্য হয়ে রয়েছে ,সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ।রবীন্দ্রনাথ বাউল গান সম্বন্ধে বলেছেন --- "এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কন্ঠ মিলেছে ,কোরাণে পুরাণে ঝগড়া বাঁধেনি।"

-:বাউল গানের কয়েকজন বিখ্যাত কবি:-

<u>বাউল গানের কয়েকজন বিখ্যাত কবির নাম হল</u> :-

১ লালন শাহ ফকির,

২ ফকির প্রাঞ্জ শাহ,

৩ গগন হরকরা,

৪ হাসান রাজা চৌধুরী ।

-: বাউল গানের কবিদের পরিচয়: -

লালন শাহ ফকির: ---

লালন ফকিরের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না ।সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে লালনের জন্ম হয় আনুমানিক 1775 খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যুবরণ করেন ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ।জনশ্রুতি অনুসারে লালন তীর্থযাত্রা সময় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে সঙগী হারা হয়ে মুসলমান দরবেশ দম্পতির সেবা যত্নে সুস্থ হয়ে ওঠেন ।সিরাজের কাছে ফকির মতে দীক্ষিত হয়ে ধর্মান্তরিত হন এবং সহজ সরল ভাষায় সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ শূন্য মানব প্রেম ধর্মী আধ্যাত্ম সংগীত সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন।

লালন ফকিরের গানের কয়েকটি বিখ্যাত কলি: --

১ . কোথা কানাই গেলিরে প্রানের ভাই।

একবার এসে দেখা দে রে প্রাণে জুড়াই।।

২. নবীর অঙ্গে জগৎ পয়দা হয়

সেই যে আকার কি হলো তার কে করে নির্ণয়।

৩ .বল কি সন্ধানে যাই যেখানে মনের মানুষ সেখানে।

আঁধার ঘরে স্বলছে বাতি দিবারাতি নাই সেখানে।।

৪ . সব লোকে কয় লালন কি যত সংসারে।

লালন বলে জাতের কি রূপ দেখলাম না এই নজরে।।

ফকির প্রাঞ্জ শাহ: ---

1851 খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জু শাহ যশোহর জেলার শৈল গ্রামে বিখ্যাত মুসলমান বংশের জন্মগ্রহণ করেন।তার পিতার নাম খাদেম আলী।তিনি বাল্যকাল থেকেই পিতার অজ্ঞাতে বৈষ্ণব সাধক, হিন্দু-বৈদান্তিক ও ফকিরদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন।1878 খ্রিস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর তিনি ফকির বেশ ধরে সাধন ভোজনে মনোনিবেশ করেন।তিনি বাউল সাধনাকে গ্রহণ করলেও বৈরাগ্য গ্রহণ করেন নি। তার প্রচুর শিষ্য ছিল ।সাধারণ দিন দরিদ্রদের সেবা করে তিনি তৃপ্তি পেতেন।

তার গানের কয়েকটি বিখ্যাত কলি : ---

১। জিতের বড়াই কি।

ইহকালে পরকালে জিতের বড়াই কি।

আমার মন বলে অগ্নি স্বেলে দিই জিতের মুখে।

২। শুধু কি আল্লাহ বলে ডাকলে তারে পাবি ওরে বোন পাগলা।

সেভাবে আল্লাহতালা বিষম লীলা ত্রিজগতে করছে খেলা।

৩ । আমারে দেও চরণ তরী

তোমার নামের জোরে পাষান গলে অপারের কান্ডারী।

-: বাউল গানের গুরুত্ব :-

বাউল গানগুলি উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত হলেও ভাবধারার দিক থেকে তা মধ্যযুগের অবশেষ । মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য যেমন বাউল গানে রয়েছে তেমনি এই গানে রয়েছে আধুনিক যুগের মানবতার আদর্শ।

বাউল গান গুলির মধ্যে বৌদ্ধ সহজিয়া ,বৈষ্ণব সহজিয়া এবং সুফি সাধকের ধর্ম ও সাধন ।এই গান গুলির মধ্যে প্রেমিক সাধক মনের মানুষকে খুঁজে ফিরেছেন।মরমিয়া বাউল তার প্রিয়তম মানুষটিকে প্রেম দিয়েই লাভ করতে চেয়েছেন।বাংলার ধর্ম সাধনার ইতিহাসে এ দিকটি গুরুত্বপূর্ণ।

গুরু সাধনার দিক থেকেও বাউল গান গুলির গুরুত্ব রয়েছে । বাউলেরা গুরু হলেও মুর্শিদ ।গুরু কে বাউলরা ভবসাগরের কান্ডারী বলে মনে করেন ।সুজনই গুরু হবার যোগ্য ,তিনি সত্তিকারের কান্ডারী,। তাই বাউল গানে বলা হয়েছে।

বাউল গান রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল ।তিনি বাউল গান কে দেশে-বিদেশের জনপ্রিয় করে তুলতে পেরেছিলেন ।তিনি বাউল অঙ্গের গান রচনা করেছিলেন ।

যেমন , ***" আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে"***

কাব্য মূল্যের দিক থেকেও বাউল সংগীত গুলি গুরুত্বপূর্ণ ।"আমার ঘরের চাবি পরের হাতে ,"যে জন হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতেছে ,"ওগো রাই সাগরে নামল শ্যামরায়,"প্রভৃতির লালনের গানগুলি উচ্চাঙ্গের কাব্য সম্পদ।গভীর ভাবকে সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বাউল গানগুলি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

উপমা, রূপক অলংকার ও বিভিন্ন প্রতীকে বাউলরা যেভাবে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করেছেন তাতে তাদের উচ্চাঙ্গের কবিত্ত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অচিন পাখি ,খাচা প্রকৃতির রূপকের যেমন পরিচয় রয়েছে তেমনি রেলগাড়ি ,আইন আদালত ,বাইসাইকেল ,হাসপাতাল প্রভৃতি জীবন যাত্রার অনুষঙ্গ বাউল গানে স্থান পেয়েছে।

সুতরাং বাউল গানগুলি শুধু অষ্টাদশ শতাব্দীতেই নয় আধুনিক যুগেও তার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কাব্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সৌন্দর্য প্রীতি মরতো চেতনা ও গভীর প্রেমাবেগ গীতিকবিতার উপাদান তার পরিচয় রয়েছে বাউল গানে । যেমন--

" কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে।

হারায় মানুষে দেশে বিদেশে বেড়াই ঘুরে।"

একবিংশ শতাব্দীর উষা লগ্নে দাঁড়িয়ে আজও বাউল গানের কদর এতটুকু কমেনি ,গ্রামগঞ্জে তার বড় প্রমাণ –

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়,

(আমি) ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেনম পাখির পায়।

-:ঋণগ্রহণ:-

.

1. বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত - ***ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়***

2 বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস – ***ড. দেবেশ কুমার আচার্য্য***

3. বাংলার বাউল ও বাউল গান - ***অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য***

4. পশ্চিমবঙ্গের বাউল– ***সোমব্রত সরকার***

5. বাউল তত্ত্ব – ***আহম্মদ শরীফ।***